IslamHouse.com

ইবাদতের মৌসুম
শীতকাল

* * *

ড. সালেহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন হুমাইদ

অনুবাদক : আলী হাসান তৈয়ব
সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ‎+٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: ‎+٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

الشتاء : آداب وأحكام

(باللغة البنغالية)

د/ صالح بن عبدالله بن حميد

ترجمة: علي حسن طيب
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة
هاتف: ٠٠٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠+ فاكس: ٠١٢٦٠٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦+ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
ISLAMIC PROPAGATION OFFICE IN RABWAH
P.O.BOX 29465 RIYADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126
OFFICERABWAH

পৃথিবীতে রাত-দিনের পালাবদল আর ঋতু-বছরের গমনাগমন আল্লাহর নিদর্শন ও নিয়মের অংশ। পবিত্র মহান সে সত্ত্বা, যার আদেশে মাসের চক্র পূর্ণ হয় এবং যুগের চাকা ঘোরে। তাঁর ইচ্ছাই চূড়ান্ত এবং তাঁর প্রজ্ঞাই নিয়ামক। আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টিজগত আবলোকন করে সজীব প্রাণ ও সচেতন মুমিন শিক্ষা গ্রহণ করে।

আল্লাহ বলেন,

﴿يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبۡرَةٗ لِّأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ ٤٤﴾ [النور: ٤٤]

“আল্লাহ দিন ও রাতের আবর্তন ঘটান, নিশ্চয় এতে

2

□□□

রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

ِدَةُ َّ الص وْ ُم فِى ْغَنِ َ يم ُة

بَ ار

»ال الْ
ِّ الشتَاءِ«.
“শীতল গনিমত হলো শীতকালে সাওম পালন করা।”

1

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,
ِدين«.

»الشتاءُ ُ غنيمة العاب
“শীতকাল হলো ইবাদতকারীদের জন্য গনিমতস্বরূপ।”
শীত তো এমন গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) যা কোনো রক্তপাত কিংবা চেষ্টা বা কষ্ট ছাড়াই অর্জিত হয়েছে।

1 তিরমিযী, হাদীস নং ৮০২।
5

তুলে ধরেন। আপন মুনিবের কাছে নিজের দারিদ্র ও অভাবের কথা খুলে বলেন। দয়াময় মাবুদের সামনে নিজ নিজ অপরাধ -অনাচারের কথা স্মরণ করে কান্নাবিগলিত হন। শীতকাল প্রবেশ করলে উবাইদ ইবন উমাইর বলতেন ,

يا أهل القرآن! طالَ ليلَكم لقراءَتكم فاقرءوا، وقصُرَ النهارُ لصيامِكم فصُوموا.

“হে কুরআনের অধিকারী , তোমাদের রাতগুলো তিলাওয়াতের জন্য প্রলম্বিত করা হয়েছে। অতএব, তা পড়তে থাক। আর সাওম পালনের জন্য তোমাদের দিনগুলো সংক্ষেপিত করা

7

হয়েছে, তাই বেশি বেশি সাওম পালন কর।”
তাদের মধ্যে কতই না ব্যবধান যারা যিকর, তিলাওয়াত, দো‘আ, মোনাজাত, তাহাজ্জুদ ও সাওম পালনের মধ্য দিয়ে শীতের উদযাপন করে আর যারা গাফেল ও বেখবর হয়ে অনর্থক কাজে এর রাতগুলো অতিবাহিত করে, যেন সে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছে। এদের থেকে তাদের ব্যবধান বিস্তর, যারা আপন রবের সামনে দাঁড়িয়ে ও সাজদাবনত হয়ে রাত যাপন করে। কুরআনের ভাষায়,

8

﴿كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ١٧ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٨﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨]

"وقد مدح الله المتقين بقلة هجوعهم بالليل، وبكثرة استغفارهم بالأسحار، وهذا يدل على أن قيام الليل مطلوب من المتقين، وأن الاستغفار بالأسحار مطلوب من المتقين" [من كتاب: من هدي القرآن في الصلاة, صفحة: ٥٥-٥٦]

وقال تعالى:

﴿أَمَّنْ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآئِمًا يَحْذَرُ ٱلْـَٔاخِرَةَ وَيَرْجُوا۟ رَحْمَةَ رَبِّهِۦ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ٩﴾ [الزمر: ٩]

"ومن هذه الآية الكريمة نعلم أن قيام الليل من صفات المتقين، وأن من لا يقوم الليل ليس من المتقين، وهذا يدل على أن قيام الليل مطلوب من المتقين،

আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রব-এর রহমত প্রত্যাশা করে (সে কি তার সমান যে এরূপ করে না)।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত : ৯]

এরা ইহজগতের শীত দেখে জাহান্নামের অত্যধিক শীতের কথা স্মরণ করে। এদের প্রার্থনার বাক্য উচ্চারণ করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ
عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ
غَرَامًا ٦٥ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا
وَمُقَامٗا ٦٦﴾ [الفرقان: ٦٤، ٦٥]

“আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, তুমি আমাদের থেকে জাহান্নামের আযাব ফিরিয়ে নাও। নিশ্চয় এর আযাব হল

10

অবিচ্ছিন্ন। নিশ্চয় তা অবস্থানস্থল ও আবাসস্থল হিসেবে অত্যন্ত নিকৃষ্ট।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৪-৬৫]
পক্ষান্তরে আত্মভোলা অপর লোকেরা খামোখা রাত জাগে। বাজে আড্ডা-গল্পে রজনী কাটিয়ে দেয়। অবৈধ বিষয়াদি দেখা, শোনা বা পড়ায় যামিনী পার করে দেয়। হায় আফসোস, হায় পরিতাপ এসব গাফেলের জন্য। লক্ষ্য রাখতে হবে, শীতে গাফেলদের সারিতে যেন আমরা অন্তর্ভুক্ত না হই। ইবাদতে যেন অলসতা না করি। উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আপন ছেলেকে অনেকগুলো উপদেশ 11

দেন , তার মধ্যে তিনি বলেন ,
‘আর শীতের দিনে সুচারুরূপে
অযু করাও (বড় গুরুত্বপূর্ণ
ও পুণ্যের কাজ)। ’
আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু
‘আনহু থেকে বর্ণিত ,
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,
«أَلاَ أَدُلّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ
الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ». قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «إِسْبَاغُ
الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ
الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ».
“আমি কি তোমাদের এমন কাজের
কথা বলব না যার দ্বারা
গুনাহ মাফ হয় এবং মর্যাদা
বৃদ্ধি করা হয় ? সাহাবীরা

12

বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, মন না চাইলেও অযু করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করা।”

2

গরম পানি দিয়ে অযু করায় কোনো সমস্যা নেই। অযুর পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছে শুকিয়ে ফেলাতেও সমস্যা নেই। উপরন্তু সীমাহীন শীতের জায়গায় জীবনের আশংকা হলে অযুর বদলে তায়াম্মুম বৈধ করা হয়েছে। এটা আল্লাহর দয়া ও দান। এটা তাঁর পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড়

2 সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬১০। 13

إن الشِّتاءَ قد حضَـرَ وهو عـدوٌّ لكم، فتـــأهَّبُوا له أُهبتَه من الصُّـــوفِ والخِفـــافِ والجـــوارِب، واتَّخِـــذوا الصُّـــوفَ شِـــعارًا" أي: مما يلِي الأجســـاد، "ودِثـــارًا" أي: فـــوق الملابِس، "فـإنَّ الـبردَ عـدوٌّ سـريعٌ دخولُه، بعيدٌ خروجُه".

প্রস্তুতি নাও। আর পশম দিয়ে গায়ের চামড়ায় এবং শরীরের পোশাকে শীতের আক্রমণ ঠেকাও। কারণ , শীত খুব দ্রুত প্রবেশ করে কিন্তু বিদায় নিতে বিলম্ব ঘটায়। ”

দেখুন আল্লাহ কীভাবে আমাদের উষ্ণতার পরশ সৃষ্টির নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ,

﴿ وَٱلۡأَنۡعَٰمَ خَلَقَهَاۚ لَكُمۡ فِيهَا دِفۡءٞ وَمَنَٰفِعُ وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٥ ﴾ [النحل: ٥]

“আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। ” [সূরা আন -নাহল , আয়াত: ৫]

15

শীত নিবারণ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে যাতে এ আগুন থেকে কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা না ঘটে। ঘুমানোর আগে মনে করে আগুন নিভিয়ে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ,

«إِنَّ هَــذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَــدُوٌّ لَكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ».

“এই আগুন হলো তোমাদের শত্রু , তোমরা ঘুমাতে যাওয়ার আগে এসব নিভিয়ে দিবে। ”[3]

[২ সফর ১৪৩৫ হিজরী মক্কার মসজিদে হারামে প্রদত্ত

---

[3] সহীহ বুখারী , হাদীস নং ৬২৯৪ ; সহীহ মুসলিম , হাদীস নং ২০১৬।

17

জুমু ‘আর খুতবার সংক্ষেপিত অনুবাদ]

18